كتاب الزكاة : যাকাত পর্ব

1- عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قال: دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: »ما اختصنا رسول الله ﷺ بشيئ دون الناس إلا بثلاثة أشياء: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِيَ الحمر على الخيل -

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى إسباغ الوضوء؟ وكيف يكون تطبيقه العملي؟
2- لماذا خص أهل بيت النبي ﷺ بالنهي عن أكل الصدقة؟
3- ما الحكمة من منع إنزاء الحمر على الخيل؟ وهل له علاقة بالأنساب؟
4- هل هذه الأمور الثلاثة تعد من خصائص أهل البيت فقط أم تشمل غيرهم؟
5- كيف يفهم قول ابن عباس ما اختصنا رسول الله ﷺ بشيء في سياق التشريع؟
6- هل النهي عن أكل الصدقة يشمل جميع أنواعها؟ أم هناك تفصيل؟
7- ما العلاقة بين إسباغ الوضوء والتقوى؟ وهل هو من علامات الإيمان؟
8- كيف يمكن أن نطبق هذه التوجيهات النبوية في حياتنا اليومية؟

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قال: دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: »ما اختصنا رسول الله ﷺ بشيئ

دون الناس إلا بثلاثة أشياء: إسباغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِيَ الحمر على الخيل.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারবর্গ তথা 'আহলে বাইত'-এর বিশেষ বিধান সংক্রান্ত। এটি ইমাম নাসায়ি (রহ.) তাঁর সুনানে নাসায়ি, ইমাম তিরমিজি (রহ.) তাঁর শামায়েলে তিরমিজি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'হাসান' বা 'সহিহ' স্তরের।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর মানুষের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হতে পারত যে, নবীজি (সা.) হয়তো তাঁর পরিবারকে (আহলে বাইতকে) গোপনে বিশেষ কোনো জ্ঞান, ক্ষমতা বা শরিয়তের অতিরিক্ত বিধান দিয়ে গেছেন যা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। এই ভুল ধারণা নিরসন করতে এবং আহলে বাইতের প্রকৃত মর্যাদা ও সীমানা স্পষ্ট করতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা (একবার) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন: "রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে (আহলে বাইতকে) সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন বিশেষ কোনো বিধান বা বস্তু দিয়ে যাননি, কেবল তিনটি বিষয় ছাড়া: (১) ওজুকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করা (ইসবাহুল ওজু), (২) আমরা যেন সাদকা বা যাকাতের মাল ভক্ষণ না করি, এবং (৩) আমরা যেন ঘোড়ার ওপর গাধা প্রজনন না করাই (খচ্চর উৎপাদন না করি)।"

ব্যাখ্যা:

- **ইসবাহুল ওজু:** এর অর্থ ওজু করার সময় অঙ্গগুলো ধোয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণতা বিধান করা। আহলে বাইতের ইমাম হিসেবে তাদের পবিত্রতা অন্যদের চেয়ে বেশি কাম্য।

- **সাদকা না খাওয়া:** যাকাত হলো মানুষের মালের ময়লা। নবীর পরিবার পবিত্র, তাই তাদের জন্য অন্যের মালের ময়লা খাওয়া হারাম।
- **প্রজনন প্রসঙ্গ:** ঘোড়া জিহাদের বাহন। গাধার সাথে প্রজনন ঘটালে খচ্চর জন্মায়, যা ঘোড়ার বংশ কমিয়ে দেয়। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এটি আহলে বাইতের জন্য বিশেষভাবে অপছন্দনীয় ছিল।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, আহলে বাইতের মর্যাদা জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি শরিয়তের কঠোর অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল। তাদের জন্য যাকাত হারাম এবং পবিত্রতা অর্জন (ওজু) ও জিহাদের উপকরণ রক্ষা (ঘোড়া) অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'ইসবাহুল ওজু' (إسباغ الوضوء) এর অর্থ কী? এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ কীভাবে হবে? (ما معنى إسباغ الوضوء؟ وكيف يكون تطبيقه العملي؟)

উত্তর:

ক. অর্থ:

'ইসবাহ' (إسباغ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো—পূর্ণ করা, ব্যাপক করা বা পরিপূর্ণতা দান করা।

আর 'ইসবাহুল ওজু' (إسباغ الوضوء)-এর পারিভাষিক অর্থ হলো: ওজু করার সময় প্রতিটি অঙ্গ শরিয়তের নির্দেশিত সীমা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে ধৌত করা, যাতে কোনো স্থান শুকনো না থাকে এবং প্রতিটি সুন্নাত ও মুস্তাহাব আদায় হয়।

খ. ব্যবহারিক প্রয়োগ (Practical Application):

ইসবাহুল ওজুর ব্যবহারিক প্রয়োগে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

১. সীমা অতিক্রম করা: যেমন—হাত ধোয়ার সময় কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত এবং পা ধোয়ার সময় গোড়ালির ওপর পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। রাসুলুল্লাহ

(সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের ওজুর স্থানগুলো চমকাতে থাকবে। তাই যে পারে সে যেন তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নেয়।

২. তিনবার ধৌত করা: প্রতিটি অঙ্গ একবার ধোয়া ফরজ, কিন্তু তিনবার করে ধোয়া সুন্নাত এবং পূর্ণতা।

৩. পানি পৌঁছানো: আঙ্গুলের ফাঁকে (খিলাল), কানের লতিতে এবং চোখের কোণে পানি পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

৪. কষ্টের সময়ও ওজু করা: শীতকালে বা পানি কম থাকলে বা অসুস্থতার সময়ও অলসতা না করে ওজু পূর্ণ করা। হাদিসে একে 'কাফফারাত' বা পাপ মোচনকারী বলা হয়েছে।

> إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

> অর্থ: অপছন্দ বা কষ্টের মুহূর্তেও ওজু পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। (সহিহ মুসলিম)

তাৎপর্য: আহলে বাইতের জন্য নবীজি (সা.) এটি খাস করেছেন এই অর্থে যে, উম্মতের নেতা হিসেবে তাদের ইবাদত হতে হবে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বোচ্চ মানের।

---

২. নবীজি (সা.)-এর পরিবারবর্গকে (আহলে বাইত) কেন সাদকা খেতে নিষেধ করা হয়েছে? (لماذا خص أهل بيت النبي ﷺ بالنهي عن أكل الصدقة؟)

উত্তর:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবারবর্গ তথা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের জন্য যাকাত বা সাদকা খাওয়া হারাম। এর পেছনে কয়েকটি মৌলিক হেকমত বা কারণ রয়েছে:

১. মর্যাদার সুরক্ষা:

নবুয়ত ও রিসালাতের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে। সাদকা বা যাকাত হলো মানুষের মালের 'আউসাখ' বা ময়লা। মানুষ যাকাত দিয়ে নিজের মালকে পবিত্র করে। সম্মানের বিচারে রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর বংশধররা এতই পবিত্র ও মর্যাদাবান যে, সাধারণ মানুষের মালের আবর্জনা গ্রহণ করা তাদের শানের খেলাফ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:
إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ
অর্থ: নিশ্চয়ই এই সাদকা হলো মানুষের (মালের) ময়লা। আর এটি মুহাম্মদের জন্য এবং মুহাম্মদের পরিবারের জন্য হালাল নয়। (সহিহ মুসলিম)

২. স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকা:
নবী-রাসুলগণ দ্বীন প্রচার করেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। যদি তাঁরা যাকাত গ্রহণ করতেন, তবে মানুষ সন্দেহ করতে পারত যে তাঁরা হয়তো সম্পদ জমানোর জন্য দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর পরিবারকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য মানুষের দান-খয়রাত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করেছেন।

৩. গনীমতের অধিকার:
যাকাত নিষিদ্ধ করার বিপরীতে আল্লাহ তাআলা আহলে বাইতের জন্য 'গনীমতের মাল' (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) এবং 'ফায়'-এর মালের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) নির্ধারণ করেছেন। এটি সম্মানের সম্পদ, করুণার দান নয়।

---

৩. ঘোড়ার ওপর গাধা প্রজনন (খচ্চর উৎপাদন) নিষেধ করার হেকমত কী? এর সাথে কি বংশরক্ষার সম্পর্ক আছে? (ما الحكمة من منع إنزاء الحمر على الخيل؟ وهل له علاقة بالأنساب؟)

উত্তর:
হাদিসে বলা হয়েছে: "ওয়া আল্লা নুনজিয়াল হুমুরা আলাল খাইল" (আমরা যেন ঘোড়ার ওপর গাধা প্রজনন না করাই)।

হেকমত বা প্রজ্ঞা:
১. জিহাদের বাহন রক্ষা: সেই যুগে ঘোড়া ছিল জিহাদের প্রধান বাহন এবং শক্তির উৎস। ঘোড়া দ্রুতগামী ও সাহসী। পক্ষান্তরে গাধা ধীরগতির। ঘোড়ার সাথে গাধার মিলনে জন্ম নেয় 'খচ্চর' (Bighal)। খচ্চর শক্তিশালী হলেও ঘোড়ার মতো ক্ষিপ্র নয় এবং খচ্চর বন্ধ্যা (প্রজনন ক্ষমতাহীন)। যদি মানুষ খচ্চর উৎপাদনে বেশি আগ্রহী হয়, তবে ঘোড়ার বংশ কমে যাবে এবং

জিহাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। ইবনে আব্বাস (রা.) একে অপছন্দ করতেন।

২. প্রাকৃতিক ভারসাম্য: আল্লাহ প্রতিটি প্রজাতিকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অপ্রয়োজনে দুই প্রজাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রজনন ক্ষমতাহীন প্রাণী উৎপাদন করা প্রাকৃতিক বংশধারার প্রতি এক ধরনের হস্তক্ষেপ।

বংশরক্ষার (আনসাব) সম্পর্ক:

হ্যাঁ, এর সাথে পরোক্ষভাবে বংশরক্ষার সম্পর্ক আছে। ইসলাম বংশধারা সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেয়। খচ্চর যেহেতু প্রজনন করতে পারে না, তাই এটি ঘোড়ার বংশবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল ঘোড়ার উন্নত জাত সংরক্ষণ করা।

তবে জুমহুর ফকিহদের মতে, এটি 'হারাম' নয় বরং 'মাকরুহ তানজিহি'। ইবনে আব্বাস (রা.) হয়তো কঠোরতা আরোপের জন্য একে আহলে বাইতের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

---

৪. এই তিনটি বিষয় কি কেবল আহলে বাইতের জন্য খাস, নাকি অন্যদের জন্যও প্রযোজ্য? (هل هذه الأمور الثلاثة تعد من خصائص أهل البيت فقط أم تشمل غيرهم؟)

উত্তর:

এই হাদিসে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের হুকুম 'খাস' (বিশেষ) ও 'আম' (সাধারণ)—উভয় দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়।

১. সাদকা না খাওয়া (সম্পূর্ণ খাস):

সাদকা বা যাকাত ভক্ষণ করা হারাম হওয়ার বিধানটি শুধুমাত্র আহলে বাইতের জন্য খাস। অন্য যেকোনো গরিব মুসলমানের জন্য যাকাত খাওয়া হালাল। এটি আহলে বাইতের একক বৈশিষ্ট্য (খাসাইস)।

২. ইসবাহুল ওজু (ব্যাপক বা আম):

ওজু পরিপূর্ণভাবে করা সকল মুসলমানের জন্যই সুন্নাত ও জরুরি। এটি কেবল আহলে বাইতের জন্য নয়। তবে হাদিসে এটি উল্লেখ করার কারণ হলো—আহলে বাইত যেহেতু উম্মতের নেতা, তাই তাদের এই আমলটি

অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্বের সাথে (আজিমত হিসেবে) পালন করতে হবে। সাধারণ মানুষ শিথিলতা দেখালে হয়তো মাফ পাবে, কিন্তু নেতারা পাবে না।

৩. ঘোড়া ও গাধার প্রজনন (মতভেদপূর্ণ):

ঘোড়ার বংশ নষ্ট করা সবার জন্যই অপছন্দনীয়। তবে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদিস অনুযায়ী মনে হয়, রাসুল (সা.) তাঁর পরিবারকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক করেছিলেন। হয়তো তারা ঘোড়ার প্রতি বেশি যত্নবান হবেন—এই প্রত্যাশা থেকে।

সিদ্ধান্ত: সাদকার বিধানটি আইনিভাবে খাস, কিন্তু বাকি দুটি বিধান নৈতিকভাবে ও আদর্শিকভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য হলেও আহলে বাইতের জন্য এর গুরুত্ব সর্বাধিক।

---

৫. শরিয়ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি "রাসুল (সা.) আমাদের বিশেষ কিছু দেননি"—এর তাৎপর্য কী? (كيف يفهم قول ابن عباس ما اختصنا رسول الله ﷺ بشيء في سياق التشريع؟)

উত্তর:

প্রেক্ষাপট:

ইসলামের ইতিহাসের একটি নাজুক সময়ে কিছু বিভ্রান্ত গোষ্ঠী (বিশেষ করে সাবাইয়া ও চরমপন্থী শিয়ারা) প্রচার করতে শুরু করে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.) ও আহলে বাইতকে এমন কিছু গোপন জ্ঞান (উইল বাতিনি), ওহি বা বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে গেছেন যা কুরআনে নেই বা অন্য সাহাবিরা জানেন না।

তাৎপর্য:

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই হাদিসের মাধ্যমে সেই ভ্রান্ত আকিদাকে মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তাঁর উক্তির তাৎপর্য হলো:

১. দ্বীনের স্বচ্ছতা: ইসলামে কোনো গোপনীয়তা (Secret Doctrine) নেই। রাসুল (সা.) যা এনেছেন, তা সবার জন্য উন্মুক্ত।

২. নবুয়তের সমাপ্তি: রাসুল (সা.)-এর পর আর কোনো ওহি আসবে না এবং আহলে বাইতের কাছেও কোনো গোপন ওহি নেই।

৩. আইনের সমতা: শরিয়তের বিধানে আহলে বাইত এবং সাধারণ মানুষ সমান। কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

৪. আহলে বাইতের বৈশিষ্ট্য: তাদের বৈশিষ্ট্য কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নয়, বরং তাদের বৈশিষ্ট্য হলো—যাকাত থেকে দূরে থাকা (তাকওয়া) এবং ইবাদতে (ওজু) সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।

হযরত আলী (রা.)-ও একই ধরনের কথা বলেছিলেন যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনাদের কাছে কি কুরআনের বাইরে কোনো ওহি আছে?" তিনি তলোয়ারের খাপ থেকে একটি কাগজ বের করে বলেছিলেন, "না, শুধু এই কয়েকটি দিয়াত (রক্তপণ) ও যাকাতের মাসআলা ছাড়া।"

---

৬. সাদকা খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি কি সব ধরনের সাদকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? নাকি এর কোনো ব্যাখ্যা আছে? (هل النهي عن أكل الصدقة يشمل جميع أنواعها؟ أم هناك تفصيل؟)

উত্তর:

আহলে বাইতের জন্য 'সাদকা' নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা (তাফসির) রয়েছে। সব ধরনের দান তাদের জন্য হারাম নয়।

১. ফরজ সাদকা (যাকাত ও ফিতরা):

সকল মাযহাবের ঐকমত্যে, আহলে বাইতের জন্য ফরজ যাকাত, ফিতরা, মান্নত এবং কাফফারার মাল গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। কারণ এগুলো মালের ময়লা।

২. নফল সাদকা (সাধারণ দান):

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** নফল সাদকাও তাদের জন্য জায়েজ নয়। কারণ হাদিসে 'সাদকা' শব্দটি ব্যাপকভাবে এসেছে।
- **ইমাম শাফেয়ি ও জুমহুর:** নফল সাদকা তাদের জন্য জায়েজ। কারণ নফল সাদকা 'ময়লা' নয়, বরং এটি দাতার পক্ষ থেকে ইহসান বা পুণ্য। তবে অধিকাংশের মতে নফল থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

৩. হাদিয়া বা উপহার (Gift):

হাদিয়া বা উপহার গ্রহণ করা আহলে বাইতের জন্য সম্পূর্ণ হালাল ও সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং সাদকা ফিরিয়ে দিতেন।

- **উদাহরণ:** হযরত বারীরা (রা.)-কে কেউ গোশত সাদকা করেছিল। সেই গোশত যখন রাসুল (সা.)-এর ঘরে রান্না হলো, তখন তিনি বললেন: *"এটি বারীরার জন্য সাদকা, কিন্তু আমাদের জন্য (বারীরার পক্ষ থেকে) হাদিয়া।"* (বুখারি)। অর্থাৎ সাদকার মাল হাতবদল হয়ে হাদিয়া হিসেবে আহলে বাইতের কাছে আসলে তা জায়েজ।

---

৭. 'ইসবাহুল ওজু' (পরিপূর্ণ ওজু)-এর সাথে তাকওয়ার সম্পর্ক কী? এটি কি ইমানের আলামত? (ما العلاقة بين إسباغ الوضوء والتقوى؟ وهل هو من علامات الإيمان؟)

উত্তর:

তাকওয়ার সাথে সম্পর্ক:

ওজু কেবল অঙ্গ ধোয়ার নাম নয়, এটি গুনাহ মাফের মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন বান্দা ওজু করে, তখন পানির সাথে তার চোখের, হাতের ও পায়ের গুনাহ ঝরে পড়ে। 'ইসবাহুল ওজু' বা পরিপূর্ণ ওজু প্রমাণ করে যে, বান্দা আল্লাহর হুকুম পালনে কতটা যত্নবান।

শীতের সকালে বা অসুস্থতার সময় কষ্টের মধ্যেও ওজুর প্রতিটি অঙ্গ ভালোভাবে ধোয়া তাকওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। এটি অন্তরের এখলাস ও আল্লাহর ভয়ের বহিঃপ্রকাশ।

ইমানের আলামত:

হ্যাঁ, এটি ইমানের একটি শক্তিশালী আলামত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ

অর্থ: মুমিন ছাড়া আর কেউ ওজুর (পরিপূর্ণ) হেফাজত করে না। (ইবনে মাজাহ)

একজন মুনাফিক লোক দেখানোর জন্য দায়সারা ওজু করতে পারে, কিন্তু গোপনে বা কষ্টের সময় নিখুঁতভাবে ওজু করা প্রমাণ করে যে সে আল্লাহকে ভয় করে। তাই ইবনে আব্বাস (রা.) একে আহলে বাইতের বিশেষ গুণের মধ্যে গণ্য করেছেন।

৮. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কীভাবে এই নববী নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি? (كيف يمكن أن نطبق هذه التوجيهات النبوية في حياتنا اليومية؟)

উত্তর:

হাদিসটি যদিও আহলে বাইতের প্রসঙ্গে, কিন্তু এর শিক্ষা সর্বজনীন। আমরা যেভাবে আমল করতে পারি:

১. ওজুর ক্ষেত্রে (পবিত্রতা):

আমরা তাড়াহুড়ো করে ওজু না করে ধীরস্থিরভাবে ওজু করব। কনুই, গোড়ালি ও শুকনো থাকার মতো জায়গাগুলো ভিজল কি না তা নিশ্চিত করব। পানির অপচয় না করেও 'ইসবাহ' (পরিপূর্ণতা) অর্জন করা যায়। এটি আমাদের নামাজের একাগ্রতা বাড়াবে।

২. **সাদকা ও উপার্জনের ক্ষেত্রে (হালাল রিজিক):**

- যদি আমরা আহলে বাইত (সৈয়দ বংশের) হই, তবে যাকাত নেওয়া থেকে বিরত থাকব।
- যদি সাধারণ মানুষ হই, তবে আমরা যাকাত দেওয়ার সময় পাত্র নির্বাচন করব। নবীজির বংশধরদের সম্মান করব, তাদের যাকাত দিয়ে অপমান করব না, বরং হাদিয়া দেব।
- নিজেরা কারো কাছে হাত পাতা বা দান গ্রহণ করার চেয়ে পরিশ্রম করে উপার্জন করাকে প্রাধান্য দেব, যা নবীদের আদর্শ।

৩. প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা:

ঘোড়া ও গাধার বিষয়টি আমাদের শেখায় যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগত ও প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং প্রাণীদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।

৪. কুসংস্কার মুক্ত থাকা:

ইবনে আব্বাস (রা.) যেমন গোপন জ্ঞানের দাবি নাকচ করেছেন, তেমনি আমাদেরও উচিত দ্বীনের ব্যাপারে কোনো কুসংস্কার বা গোপন তত্ত্বে বিশ্বাস না করে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান মেনে চলা।